

ভূমি আইনের মৌলিক বিষয়সমূহের পর্যালোচনা

মুহাম্মদ আব্দুল কাদের*

১.০ ভূমিকা :

১.১ বাংলাদেশ মোট ১,৪৭,৫৭০ বর্গ কিলোমিটার ভূখন্ড নিয়ে গঠিত। ছোট্ট এই ভূখন্ডের ওপরে ১১.১৪ কোটি মানুষ বসবাস করে। এ থেকে প্রতীয়মান হয় যে, বাংলাদেশ জনতারে জর্জরিত একটি দেশ। কারণ বাংলাদেশে প্রতিবর্গ কিলোমিটারে ৭৫৫ জন লোক বসবাস করে। পৌরসভা/শহরগুলোতে জনসংখ্যার ঘনত্ব অত্যন্ত বেশি। কোন কোন ক্ষেত্রে প্রতিবর্গ কিলোমিটার এলাকায় ৫০০০ জন। তবুও মোট জনসংখ্যার শতকরা ৮০ ভাগ লোক বাংলাদেশের গ্রামগুলোতে বাস করে থাকে। এদেশের মোট জনসংখ্যার শতকরা ৮৫ ভাগ লোক কৃষির ওপর নির্ভরশীল। অন্যভাবে বলা যায় যে, বাংলাদেশের মধ্যবিত্ত শ্রেণীর লোকদের মধ্যে ইদানীং পেশাগত পরিবর্তন সাধিত হলেও এদেশের মূল জনগোষ্ঠীর জীবিকা নির্বাহের মৌলিক ভিত্তি জমি।

১.২ এজন্য বাংলাদেশের ভূমি ব্যবহার, বরাদ্দকরণ, নিয়ন্ত্রণ তথা ভূমি ব্যবস্থাপনা সংক্রান্ত সমুদয় আইন সম্বন্ধে এদেশের প্রতিটি সুশিক্ষিত নাগরিকের ধারণা থাকা একান্ত আবশ্যিক। বাংলাদেশের ভূমি আইন সমূহের মৌলিক বিষয়গুলি সম্বন্ধে জানার আগে আমাদেরকে ভূমি আইনের পটভূমি সম্বন্ধে জ্ঞান অর্জন করতে হবে। এই জ্ঞান অর্জনের ক্ষেত্রে সবচেয়ে বড় বাধা এই যে, বিভিন্ন সময়ে প্রণীত এবং জারিকৃত অধ্যাদেশ ও সার্কুলারের সমন্বয়ে ক্রমবিবর্তনের মাধ্যমে ভূমি আইনের বিকাশ ঘটেছে। ভূমি আইনের ঐতিহাসিক বিবর্তন প্রক্রিয়া নিয়ে আলোচনা করার মাধ্যমে ভূমি আইনসমূহের পটভূমি সম্বন্ধে সুস্পষ্ট জ্ঞান অর্জনের পরে এ আইনের মৌলিক দিকসমূহ নিয়ে আলোচনা করা যুক্তিসঙ্গত মনে হয়।

২.০ ভূমি আইনের ঐতিহাসিক বিবর্তন :

২.১ এদেশে মুসলিম শাসকবর্গের আগমনের আগে ভূমি প্রশাসন ব্যবস্থা তেমন কোন শক্তিশালী ভিত্তির উপরে প্রতিষ্ঠিত হয়নি। রাজা যেহেতু রাজ্যের একচ্ছত্র অধিপতি ছিলেন, সেহেতু ভূমির বা জমির মালিকও তিনিই ছিলেন। তখন যারা জমি চাষ করতো, তারা জমির উৎপন্ন ফসলের একটা অংশ পেতো। বাকিটা বিভিন্ন করে

* উপ-পরিচালক, বাংলাদেশ লোক-প্রশাসন প্রশিক্ষণ কেন্দ্র

ছদ্মাবরণে রাজার কাছে চলে যেত। মুসলিম শাসন ব্যবস্থা এদেশে প্রবর্তিত হবার পর এদেশের ভূমি প্রশাসনে ব্যাপক পরিবর্তন আসে।

২.২ মুসলিম শাসনামলে এদেশে সুনির্দিষ্ট ভাবে কর/খাজনা ব্যবস্থার প্রবর্তন করা হয়েছিল। মুসলমানদের উদার নীতির ফলে যিনি জমি পরিকার করে পতিত থাকা জমি প্রথমে চাষ করতেন তিনই জমির মালিক হতেন। উৎপন্ন ফসলের ১/১০ অংশ কর বা খাজনা (ইসলামী পরিভাষায় উশর) প্রদানের বিনিময়ে চাষী স্বাধীনভাবে জমিতে ফসল উৎপাদন করতে পারতেন এবং তা ভোগ করতে পারতেন। কিন্তু এ সুখময় জীবন ধারায় বিপর্যয় নেমে আসে ১৭৫৭ সনে পলাশীর প্রান্তরে এদেশের রাজনৈতিক বিপর্যয়ের সাথে সাথেই।

৩.০ ইষ্ট ইন্ডিয়া কোম্পানীর দেওয়ানী লাভ :

রাজনৈতিক ক্ষমতা লাভ করার পরপরই ইষ্ট ইন্ডিয়া কোম্পানী এদেশের অর্থনীতিকে পুরাপুরিভাবে নিয়ন্ত্রণ করতে শুরু করে। বকসারের যুদ্ধে মীর কাসিমকে পরাজিত করে নিরঙ্কুশ ক্ষমতা দখলের পরে ১৭৬৫ সনে ইষ্ট ইন্ডিয়া কোম্পানী বার্ষিক ২৬ লক্ষ টাকা রয়্যালটির বিনিময়ে দিল্লীর সম্রাট শাহ-আলমের নিকট থেকে বাংলা, বিহার ও উড়িষ্যার দেওয়ানী লাভ করে। কোম্পানীর ভূমি রাজস্ব ব্যবস্থাপনা সম্পর্কে অনভিজ্ঞতার সুযোগে এদেশের কর্মকর্তা/কর্মচারীরা ভূমি প্রশাসনের কাজকর্মে দুর্নীতি করা শুরু করে। অন্যদিকে ১১৭৬ সালে (ইংরেজী ১৭৬৯-৭০ সাল) সংঘটিত হয় ইতিহাস খ্যাত মন্সুর। এ মহা-দুর্ভিক্ষে বাংলার প্রায় ৩০ - ৪০% লোক মারা যায়। ফলে ব্যাপকভাবে রাজস্ব আদায় হ্রাস পায়। রাজস্ব আদায় বৃদ্ধির লক্ষ্যে ইষ্ট ইন্ডিয়া কোম্পানীর বেনিয়া গোষ্ঠী প্রত্যেক পরগনায় একজন ইংরেজ রাজস্ব তত্ত্বাবধায়ক নিয়োগ করে। এভাবেই ঘটলো ইংরেজ শাসনের প্রত্যক্ষ সূত্রপাত।

৪.০ পাঁচশালা বন্দোবস্ত :

ওয়ারেন হেস্টিংস গভর্নর নিযুক্ত (১৭৭৩ সনে গভর্নর জেনারেল হন) হয়েই ১৭৭২ সনে ভূমি রাজস্ব আদায় ও ব্যবস্থাপনার জন্য সুপারভাইজারের স্থলে রেভিনিউ কালেকটর নিয়োগ করেন। তিনি ৫ বছর মেয়াদে সর্বোচ্চ নিলামকারীর অনুকূলে জমির খাজনা বৃদ্ধি করে জমিদারী বন্দোবস্ত দেয়ার ব্যবস্থা করেন। যা পাঁচশালা বন্দোবস্ত বা "কুইন-কুইনিয়াল" সেটেলমেন্ট নামে পরিচিত। মুসলমান জমিদারগণ এ পদ্ধতিতে খাজনা বৃদ্ধির প্রতিবাদ করায় জমিদারী তাদের কাছ থেকে কেড়ে নিয়ে অমুসলিম জমিদারদেরকে দেয়ার ব্যবস্থা নেয়া হয়। রেভিনিউ কালেকটরের কাজ তদারক করার জন্য তিন সদস্য বিশিষ্ট 'রেভিনিউ কাউন্সিল' গঠন করা হয়। এ কাউন্সিলের অধীনে পাঁচ সদস্য বিশিষ্ট "কমিটি অব সার্কিট" গঠন করা হয়। এই সার্কিট কমিটির সদস্যদের জেলা সদরে অবস্থান করে ভূমি রাজস্ব কার্যক্রম তদারক করার জন্য যে রেট হাউজ নির্মিত বা ব্যবহৃত হয়েছিল, সে রেট হাউজগুলিই তাঁদের নাম অনুযায়ী সার্কিট হাউজ নামে অভিহিত হয়ে আসছে। তবে নব্য জমিদারগণের অসততার কারণে এ ব্যবস্থাও তেমন সুফল আনতে পারেনি।

৫.০ দশশালা বন্দোবস্ত :

লর্ড কর্ণওয়ালিশ ১৭৮৬ সনে ভারতের গভর্নর জেনারেল নিযুক্ত হয়ে আসার পর তিনি রাজস্ব ব্যবস্থা নিয়ে বিস্তারিত পর্যালোচনা করেন এবং পাঁচশালা বন্দোবস্তের স্থলে দশশালা বন্দোবস্ত চালু করেন। কিন্তু এই পদ্ধতিও ইংরেজ শাসকদের কাঙ্ক্ষিত ফল দানে ব্যর্থ হয়। এজন্য রাজস্ব আদায় ও ভূমি ব্যবস্থাপনা এবং ভূমি মালিকানা ব্যবস্থায় পরিবর্তন করার লক্ষ্যে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানী আরও বিস্তারিত ও গভীর পর্যালোচনা শুরু করে।

৬.০ চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত :

৬.১ রাজস্ব আদায় নিশ্চিত করার লক্ষ্যে ১৭৯৩ সনে লর্ড কর্ণওয়ালিস চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত প্রথা প্রবর্তন করে ভূমি মালিকানা ও ব্যবস্থাপনায় গুরুত্বপূর্ণ ও মৌলিক পরিবর্তনের সূচনা করেন। এ ব্যবস্থার ফলে কোম্পানীর রাজস্ব স্থায়ীভাবে ধার্য করা হয় এবং নতুন জমি আবাদ করে কৃষি সম্প্রসারণের মাধ্যমে জমিদারদের আয় বৃদ্ধির ব্যবস্থা করা হয়। তবে এ ব্যবস্থা প্রবর্তনের ফলে আবহমান কাল ধরে ভূমির ওপর মালিকানা ভোগকারী কৃষকগণ সর্বশান্ত হয়ে পড়ে। মধ্যযত্নভোগী জমিদার শ্রেণী প্রকারান্তরে জমির মালিক হয়ে বসে। চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের ফলে জমিদারী ব্যবস্থাই শুধু নিশ্চিত হয়নি, এ ব্যবস্থা ইংরেজদের একটি নির্দিষ্ট পরিমাণ রাজস্ব আয়ের পথ নিশ্চিত করে। এভাবে প্রায় ২০০ বছর ধরে ইংরেজ জাতি বাংলার মানুষকে তিলে তিলে শোষণ করার পথ প্রশস্ত করে নেয়।

৬.২ জমিদারদের কাছ থেকে খাজনা আদায় নিশ্চিত করার লক্ষ্যে ইংরেজরা সূর্যাস্ত আইন নামক নিবর্তনমূলক আইন প্রবর্তন করে। ১৮০০ সনে তৌজি ব্যবস্থা প্রবর্তিত হয়। প্রজা অসন্তোষ বৃদ্ধি পাওয়ার প্রেক্ষাপটে এবং ১৮৫৭ সনে স্বাধীনতা আন্দোলনের (ইংরেজদের দ্বারা সিপাহী বিদ্রোহ নামে আখ্যায়িত) সূত্রপাত ঘটান পর ইংরেজরা প্রজাদের সাথে জমিদারদের সুসম্পর্ক স্থাপনের লক্ষ্যে 'রেন্ট এ্যাক্ট' নামক একটি আইন প্রবর্তন করে। জমির নকশা তৈরি করার জন্য ১৮৭৫ সনে সার্ভে আইন পাশ করা হয়। ১৮৮৫ সনে বংগীয় প্রজাস্বত্ব আইন প্রণয়ন করে ইংরেজরা প্রজাদের স্বার্থ সংরক্ষণের চেষ্টা চালায়।

৭.০ প্রাদেশিক স্বায়ত্ত্বশাসন এবং ঋণসালিসি বোর্ড :

১৯৩৫ সনে প্রণীত এ আইন দ্বারা স্বায়ত্ত্ব শাসন প্রদানের ফলে বাংলার মানুষের মধ্যে জাতীয়তাবাদী চেতনার উন্মেষ ঘটে। এদিকে ১৯৩৮ সনে শেরে বাংলা এ, কে, ফজলুল হক ঋণসালিসি আইন পাশ করার মাধ্যমে বাংলার কৃষকদের সুদখোর মহাজনের কবল থেকে রক্ষা করতে সক্ষম হন।

৮.০ ফ্লাউড কমিশন :

৮.১ বংগীয় প্রজাস্বত্ব আইন প্রণয়ন এবং বি টি এ্যাক্ট ৯/১০ বার সংশোধনের মাধ্যমে এদেশের প্রজাদের স্বার্থ সংরক্ষণের প্রচেষ্টা চালিয়ে প্রজাদের মন জয় করতে ইংরেজরা সক্ষম হয়নি। কারণ প্রজা নিপীড়ণে অভ্যস্ত জমিদারগণ আইনের প্রতি শঙ্কাশীল হয়ে

প্রজা নিপীড়ণ কমায়নি। ফলে সার্বিক অবস্থার পর্যালোচনা করে সুপারিশ প্রণয়নের জন্য ১৯৩৮ সনে স্যার ফ্রান্সিস ফ্লাউড এর নেতৃত্বে ল্যান্ড রেভিনিউ কমিশন গঠন করা হয়। ফ্লাউড কমিশন নামে পরিচিত এ কমিশন জমিদারী প্রথা বিলুপ্ত করে প্রজাদেরকে সরাসরি সরকারের অধীনে রাখার সুপারিশ সম্বলিত প্রতিবেদন দাখিল করে। কিন্তু স্বার্থান্বেষী জমিদারগণ বিষয়টি তাঁদের স্বার্থ বিরোধী হওয়ার কারণে এই সুপারিশসমূহ বাস্তবায়নে প্রতিবন্ধকতার সৃষ্টি করে। ফ্লাউড কমিশনের রিপোর্টের ভিত্তিতে ১৯৪৭ সনে স্বাধীনতার পূর্বেই প্রাদেশিক পরিষদে জমিদারী প্রথা বিলুপ্ত করে প্রজাস্বত্ব আইন পাশ করার জন্য বিল পেশ করা হয়। কিন্তু ভারত বিভক্তির কারণে এ বিল পাশ হতে বিলম্বিত হয়। ১৯৫০ সনে পূর্ব পাকিস্তান প্রাদেশিক পরিষদে বিস্তারিত আলোচনার পরে এই বিল পাশ হয়ে আইনে পরিণত হয় (১৯৫৯ সনের ২৮ নং আইন) এ আইন পাশ হওয়ার পরে সরকার কর্তৃক জমিদারী অধিগ্রহণ করা এবং এস, এ, অপারেশন (রেন্টরোল অপারেশন) এর মাধ্যমে মধ্যস্বত্বভোগীদের ক্ষতি পূরণ ধার্য করণ ও ক্ষতিপূরণ প্রদানের মাধ্যমে জমিদারী প্রথার অবসান ঘটানো হয়।

৮.২. ১৯৫০ সনে প্রণীত জমিদারী অধিগ্রহণ ও প্রজাস্বত্ব আইনটিই এদেশের ভূমি আইনগুলোর মধ্যে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ও যুগান্তকারী আইন। কারণ এ আইন প্রণয়নের মাধ্যমে দু'শো বছরের জমিদারী শোষণ প্রক্রিয়াই শুধু বন্ধ করা সম্ভব হয়নি বরং এ আইনটি এদেশের ভূমি প্রশাসন ব্যবস্থার ব্যাপক গতিশীলতা আনতে সক্ষম হয়েছিল।

৯.০ ১৯৫০ সনের জমিদারী অধিগ্রহণ এবং প্রজাস্বত্ব আইনের মূল দিকসমূহঃ

৯.১ এ আইন নিয়ে আলোচনা করার আগেই বলে রাখা ভাল যে, এদেশে প্রচলিত আইনগুলোর মধ্যে এ আইনটি সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণই শুধু নয়, এ আইন ভূমি ব্যবস্থাপনার ও ভূমি প্রশাসন পরিচালনার ক্ষেত্রে মূল দিক নির্দেশক হিসেবে কাজ করে থাকে। এ নিবন্ধে এ আইনের গুরুত্বপূর্ণ ধারাসমূহ নিচে সংক্ষেপে আলোচনা করা হলোঃ

ধারা ৩/৩ (ক) : এ ধারা মোতাবেক নোটিশ দিয়ে সরকার সকল মধ্যস্বত্ব (জমিদারী) অধিগ্রহণ করেছেন।

ধারা ৬/৬ (ক) : জমিদার তথা মধ্যস্বত্বভোগীদের অন্তর্বর্তীকালীন ক্ষতিপূরণ দেয়ার ব্যবস্থা করা হয়।

ধারা ১০/ (ক) : যে সমস্ত ওয়াকফ, দেবোত্তর, ট্রাস্ট সম্পত্তি দখল করা হয়নি উক্ত সম্পত্তির মোতাওয়ালী, সেবাইত, ট্রাস্ট সম্পত্তির ব্যবস্থাপনা ও রক্ষণাবেক্ষণের জন্য সরকারের এজেন্ট হিসেবে কাজ করবেন।

ধারা ২০/২০ (ক) : জমিদার মধ্যস্বত্বভোগীগণের দখলীয় জমির মধ্যে হতে ৩৭৫ বিঘা বাদে বাকি সমস্ত জমি অধিগ্রহণ হয়ে সরকারের অধীনে চলে যায়। খাজনা আদায়ের কাচারি বাড়ী, হাট বাজার পরিত্যক্ত চা বাগান, জলমহল, ফেরীঘাট ইত্যাদি সম্পত্তি মধ্যস্বত্বভোগী জমিদার তাদের খাস সম্পত্তি বলে রাখতে পারতেন না।

- ধারা ৩৫-৩৯ : অধিগ্রহণকৃত সম্পত্তির জন্য নির্ধারিত রেটে জমিদার ও অন্যান্য মধ্যস্থতভোগীদের ক্ষতিপূরণ দেয়ার ব্যবস্থা করা হয়।
- ধারা ৭৫ (ক) : এই আইন মোতাবেক অধিগ্রহণ নোটিশ জারির পরে জমিদার আর কোন প্রজাপত্তনি (সাবলেটিং) সৃষ্টি করতে পারবে না।
- ধারা-৮১ : সরকার এবং প্রজার মধ্যে কোন মধ্যস্থতের অস্তিত্ব থাকবে না।
- ধারা-৮৩ : প্রজা তার জমি সুবিধামত ব্যবহার করতে পারবেন।
- ধারা-৮৪ : প্রজার মৃত্যুর পর আইন অনুযায়ী স্বত্ব উত্তরাধিকারী ও ওয়ারিশদের মধ্যে বন্টন হবে।
- ধারা-৮৫ : দেওয়ানী আদালতের আদেশ ছাড়া কোন প্রজাকে উচ্ছেদ করা যাবে না।
- ধারা-৮৬ (ক) : সিকস্তি ভূমির কর মওকুফ করতে হবে।
- (খ) জমি সিকস্তি হলে সংশ্লিষ্ট মালিকদের স্বত্ব বিলুপ্ত হবে।
- (গ) পয়স্তি জমির মালিকানা দায়মুক্তভাবে সরকারের নিকট ন্যস্ত হবে।
- (ঘ) পয়স্তি জমির বন্দোবস্তের ক্ষেত্রে পূর্বের মালিকগণ শর্তসাপেক্ষে অগ্রাধিকার পাবেন। সরকারী প্রচেষ্টায় কৃত্রিম উপায়ে যদি কোন জমি পয়স্তি হয় তবে সেক্ষেত্রে কারো দাবি গ্রহণযোগ্য হবে না।
- (ঙ) যে পয়স্তি জমির মালিকানা ২৯ শে জুন ৭২ এর পূর্বে কর্তৃপক্ষ অথবা আদালত কর্তৃক স্বীকৃত হয়নি তা সরকারী সম্পত্তি হিসেবে গণ্য হবে। পয়স্তি আদালতে অসমাপ্ত মামলা বাতিল হবে এবং এতদসংশ্লিষ্ট বিষয়ে কোন মামলা দায়ের করা যাবে না।
- ধারা-৮৭ (ক) : নদী অথবা সাগর গর্ভ থেকে জেগে উঠা নতুন চর ভূমি সরকারি খাস সম্পত্তি হিসেবে গণ্য হবে। ২৮.৬.৭২ এর আদেশে কর্তৃপক্ষ বা আদালত স্বীকৃত হয়নি। এরূপ নতুনভাবে জেগে ওঠা চর ভূমি সরকারী খাস সম্পত্তি হিসেবে গণ্য হবে। এরূপ জমির মালিকানা নিয়ে কোন মামলা করা যাবে না।
- ধারা-৮৮-৮৯ : জমির যে কোনরূপ হস্তান্তর রেজিস্ট্রেশন আইনের বিধান মতে করতে হবে।
- ধারা-৯০/১ (ক) : ১৯৮৪ সনের ভূমি সংস্কার অধ্যাদেশ জারির পর কোন পরিবার ক্রয় সূত্রে অথবা অন্য কোনভাবে ৬০ বিঘার বেশি জমির মালিকানা অর্জন করতে পারবে না।

ধারা-৯০/১ (খ) : ১৯৮৪ সনে ভূমি সংস্কার অধ্যাদেশ জারির পূর্বে যে পরিবার ১০০ বিঘার উর্ধ্বে জমির মালিক ছিলেন, সে পরিবার ১০০ বিঘা পর্যন্ত ভূমির মালিক থাকতে পারবেন।

ধারা-৯০/২ (ক) : একজন মালিক তার জমি প্রকৃত কৃষক ব্যতীত অন্য কারো নিকট হস্তান্তর করতে পারবেনা। এবং হস্তান্তরিত জমিসহ জমি অর্জনের উর্ধ্বসীমা অতিক্রম করতে পারবে না।

(খ) তবে যান্ত্রিক চাষাবাদের মাধ্যমে বৃহৎ আকারে কৃষিকার্য পরিচালনাকারী সমবায় সমিতি সমূহ রাজস্ব কর্তৃপক্ষের অনুমোদন নিয়ে এ উর্ধ্বসীমার অতিরিক্ত জমি চাষাবাদ করতে পারবেন।

(গ) কতিপয় ভূমির মালিক সমবায় সমিতি গঠন করে তাদের ভূমির মালিকানা সমিতির নিকট হস্তান্তর করলে এবং নির্ধারিত রাজস্ব কর্তৃপক্ষ সনদ প্রদান করলে জমির এ উর্ধ্বসীমা প্রযোজ্য হবে না।

ধারা-৯০/৩ : নির্ধারিত রাজস্ব কর্তৃপক্ষের পূর্ব অনুমতিক্রমে কোন ব্যক্তি/পরিবার, শিল্প/বাণিজ্যিক/দাতব্য/ধর্মীয় উদ্দেশ্যে জমি মালিকানার উর্ধ্বসীমার অতিরিক্ত জমি রাখতে পারে। অকৃষিজীবী ব্যক্তি নিজে বসত বাড়ি করার জন্য অথবা নিজে শ্রমিক/বরগা চাষাবাদ করার জন্য নির্ধারিত রাজস্ব কর্তৃপক্ষের পূর্ব অনুমতিক্রমে জমি ক্রয় করতে পারেন। তবে কথিত পাঁচ বছরের মধ্যে বাড়ি নির্মান না করলে ঐ জমি সরকারের খাস জমিতে পরিণত হবে।

ধারা-৯১ : উত্তরাধিকার সূত্রে কোন ব্যক্তি বা পরিবার যদি ভূমি মালিকানা অর্জনের উর্ধ্বসীমা অতিক্রম করে তবে অতিরিক্ত জমি সরকার অধিগ্রহণ করতে পারবেন। এক্ষেত্রে মালিক পছন্দমত জমি রাখার সুযোগ পাবেন এবং ১৯৮৪ সনের ভূমি সংস্কার অধ্যাদেশের বিধান মোতাবেক ক্ষতিপূরণ পাবেন।

ধারা-৯২/১ : কোন প্রজার স্বত্ব নিম্নলিখিত অবস্থায় বিলুপ্ত হবে :

(ক) কোন উত্তরাধিকারী না রেখে মৃত্যুবরণ করলে

(খ) জমি সরকারের নিকট সমর্পণ করলে

(গ) স্বেচ্ছায় বাড়িঘর ত্যাগ করে জমাজমি তিন বছর চাষাবাদ না করলে অথবা সরকারের খাজনা/কর দেয়ার ব্যবস্থা না করলে

(ঘ) উত্তরাধিকার সূত্রে প্রাপ্ত জমি যুক্তিসংগত কারণ ব্যতীত পাঁচ বছরের অধিক সময়ে চাষাবাদের ব্যবস্থা না নিলে।

(২) উল্লিখিত কারণে কোন হোল্ডিং এর স্বত্ব বিলোপ হলে রাজস্ব কর্মকর্তা উক্ত সম্পত্তির দখল নিবেন এবং দখলের তারিখ হতে এ সম্পত্তির মালিকানা দায়মুক্তভাবে সরকারের নিকট অর্পিত হবে।

- (৩) উপধারা-২, মোতাবেক জমির দখল নেয়ার আগে রাজস্ব কর্মকর্তা সংশ্লিষ্ট সকলকে তাঁর ইচ্ছা জানাবেন এবং কারো কোন আপত্তি থাকলে তা বিবেচনা করে সিদ্ধান্ত নিবেন।
- (৪) রাজস্ব কর্মকর্তার এই সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে কোন আপিল করা যাবে না। তবে সরকারের বিরুদ্ধে দেওয়ানী মামলা করা যাবে।
- ধারা-৯৩ : কোন মালিক যদি তার জমির প্রজাপত্তন দেন, তবে উক্ত জমিতে তার স্বত্ব বিলুপ্ত হবে এবং উক্ত জমি সরকারের খাস জমিতে পরিণত হবে।
- ধারা-৯৫ : খায়-খালাসি বন্ধক সাত বছরের অধিক দেয়া যাবে না এবং তা অবশ্যই রেজিস্ট্রী করতে হবে।
- ধারা-৯৬ : কোন মালিক তার কৃষি জমি বিক্রি করলে অংশীদার এবং পাশ্চবর্তী জমির মালিক ঐ বিক্রী সম্পর্কে অবহিত হওয়ার ১২০ দিনের মধ্যে অগ্রাধিকার প্রয়োগের জন্য কোর্টে আবেদন করতে পারবেন। এক্ষেপ মামলা দায়ের করার সময় বিক্রীত জমির মূল্য এবং ক্ষতিপূরণ বাবদ অতিরিক্ত শতকরা ১০% মূল্য কোর্টে জমা দিতে হবে।
- ধারা-৯৭ : কোন আধিবাসী তার জমি নিজ গোত্র ব্যতীত অন্য কারো কাছে হস্তান্তর করতে চাইলে রাজস্ব অফিসারের অনুমতি লাগবে।
- ধারা-১০০ : জমির উৎপাদন ক্ষমতার ধরন, সেচ সুবিধা ইত্যাদির ভিত্তিতে কৃষি জমির খাজনা ধার্য করতে হবে। তবে একর প্রতি খাজনার পরিমাণ উৎপাদিত ফসলের ১০% এর বেশি হবে না। অকৃষি জমির খাজনা উক্ত এলাকার জমির গড় মূল্যের $\frac{৪}{১০}$ % এবং আবাসিক এলাকার জমির খাজনা গড় মূল্যের $\frac{২}{১০}$ % এর বেশি হবে না।
- ধারা-১১৬ : রাজস্ব কর্মকর্তা একজন মালিক/পরিবারের একই মৌজার সমস্ত জমির একটি খতিয়ান হোল্ডিং তৈরি করবেন।
- ধারা-১১৭ : রাজস্ব কর্মকর্তা প্রজাদের আবেদনক্রমে অথবা স্ব-উদ্যোগে জমা একত্রিকরণের উদ্দেশ্যে জমা বিভক্ত করবেন।
- ধারা-১১৯ : কোন মৌজার দু-তৃতীয়াংশ বা ততোধিক প্রজা এক বা একাধিক নিকটবর্তী মৌজার জমি একত্রিকরণের জন্য যদি আবেদন করে তবে সমগ্র মৌজার প্রজা উক্ত আবেদন করেছেন বলে ধরে নেয়া যাবে।
- ধারা-১৩৫ (ক) : কৃষি প্রজা জমির বার্ষিক খাজনা/কর দুই সমান কিস্তিতে পরিশোধ করতে পারেন।
- (খ) : অকৃষি প্রজা বাৎসরিক খাজনা/কর এক কিস্তিতে পরিশোধ করবেন।
- ধারা-১৩৬ (ক) : বার্ষিক খাজনা/কর সংশ্লিষ্ট বছরের মধ্যেই পরিশোধ করতে হবে।

- (খ) : প্রজা ইচ্ছে করলে অগ্রিম খাজনা পরিশোধ করতে পারবেন।
- (গ) : খাজনা/কর তহসিল অফিস অথবা অন্য যে কোন সুবিধাজনক স্থানে পরিশোধ করা যায়।
- (ঘ) : মানি অর্ডার যোগেও খাজনা/কর পরিশোধ করা যায়। খাজনা/কর সময়মত পরিশোধ না করলে তা বকেয়া দাবি হিসেবে গণ্য হবে।
- ধারা-১৩৮ : খাজনা/কর পরিশোধকারী প্রজাকে খাজনা পরিশোধের পরে দাখিলা দিতে হবে।
- ধারা-১৪১ : বকেয়া খাজনা/কর পি, ডি, আর এ্যাকট মোতাবেক আদায় করতে হবে। তবে কৃষি উপরূপণ ক্রোক এবং বসত বাড়ির উপকরণসমূহ ক্রোক করা যাবে না বা প্রজাকে সিভিল জেলে আটক করা যাবে না।
- ধারা-১৪২ : বকেয়া খাজনা/কর তিন বছরের মধ্যে আদায় না করলে দাবি তামাদি হয়ে যায়। সুতরাং তিন বছর পূর্ণ হওয়ার পূর্বেই সার্টিফিকেট মামলা দায়ের করতে হয়।
- ধারা-১৪৩ : কালেক্টর পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে রেকর্ডসমূহ হাল নাগাদ করে রাখবেন। এরূপভাবে রেকর্ড হালনাগাদ করে রাখা বাধ্যতামূলক। রেকর্ড হাল নাগাদ করতে হয় নতুন প্রজার নাম রেকর্ডে অন্তর্ভুক্ত (জারি) করে। নতুন মালিকের নাম রেকর্ড ভুক্ত করার প্রক্রিয়াকে নামজারি বা মিউটেশন বলে। নিম্নোক্ত কারণের জন্য নামজারি (মিউটেশন) করা প্রয়োজন হয় :
- মালিকের মৃত্যু হলে উত্তরাধিকারীদের নাম রেকর্ডভুক্ত করতে হয়।
 - জমি বিক্রি/দান/হেবার মাধ্যমে হস্তান্তরিত হলে পুরাতন মালিকের পরিবর্তে নতুন মালিকের নাম রেকর্ডভুক্ত করতে হবে।
 - সরকার জমি বন্দোবস্ত দিলে বন্দোবস্তকারীর অনুকূলে অথবা সরকার কারো জমি অধিগ্রহণ/ক্রয় করলে সরকারের অনুকূলে রেকর্ড পরিবর্তন করতে হয়।
 - জমি সিকস্তি/পয়স্তি হলে রেকর্ড হাল নাগাদ করে খাজনা/কর পুনর্নির্ধারণ করার প্রয়োজন হয়।
- ধারা-১৪৪ : সরকার গেজেট বিজ্ঞপ্তির মাধ্যমে কোন জেলা বা অংশবিশেষের স্বত্বলিপি জরিপের মাধ্যমে প্রস্তুত করার আদেশ দিতে পারবেন।
- ধারা-১৪৪ (ক) : ১৪৪/ ধারার বিধান প্রস্তুতের স্বত্বলিপি ভুল প্রমাণিত না করা পর্যন্ত সঠিক বলে গণ্য হবে।
- ধারা-১৪৪ (খ) : রেকর্ড প্রস্তুতের বিরুদ্ধে দেওয়ানী আদালতে কোন মামলা করা যাবে না।

ধারা-১৪৬ (ক) : ভূমি আপিল বোর্ড এবং ভূমি সংস্কার বোর্ড রাজস্ব কর্মকর্তাদের কাজ তত্ত্বাবধান নিয়ন্ত্রণ করবেন।

(খ) : বিভাগীয় কমিশনার তাঁর বিভাগের অধস্তন কর্মকর্তাদের কাজ তত্ত্বাবধান ও নিয়ন্ত্রণ করবেন এবং কালেক্টর তার জেলার অধীনস্থ রাজস্ব অফিসারের কাজ তত্ত্বাবধান ও নিয়ন্ত্রণ করবেন।

ধারা-১৪৭ : রাজস্ব বিভাগের আপীলেট কর্তৃপক্ষ কালেক্টরের আদেশের বিরুদ্ধে কমিশনারের নিকট আপীল করা যাবে। আর কমিশনারের আদেশের বিরুদ্ধে ভূমি আপীল বোর্ডে আপীল করা যাবে।

ধারা-১৪৮ (ক) : রাজস্ব অফিসারের রায়ের বিরুদ্ধে কালেক্টরের কাছে ৩০ দিনের মধ্যে আপীল করা যাবে।

(খ) : কালেক্টরের রায়ের বিরুদ্ধে কমিশনারের নিকট ৬০ দিনের মধ্যে আপীল করা যাবে।

(গ) : কমিশনারের রায়ের বিরুদ্ধে ভূমি আপীল বোর্ডের নিকট ৬০ দিনের মধ্যে আপীল করা যাবে।

ধারা-১৪৯ (ক) : কালেক্টর স্বেচ্ছায় অথবা আবেদনক্রমে এক মাসের মধ্যে কোন অধস্তন রাজস্ব কর্মকর্তার আদেশ সংশোধন করতে পারেন।

(খ) : কমিশনার তিন মাসের মধ্যে কালেক্টরের আদেশ সংশোধন করতে পারেন।

(গ) : ভূমি আপীল বোর্ড ছয় মাসের মধ্যে কমিশনারের আদেশ সংশোধন করতে পারেন।

ধারা-১৫০ : রাজস্ব কর্মকর্তা স্বেচ্ছায় অথবা পক্ষগণের আবেদনক্রমে তাঁর নিজের আদেশ ত্রিশ দিনের মধ্যে রিভিউ করতে পারেন। তবে আপীল দায়ের করলে আদেশ রিভিউ করা যাবে না।

ধারা-১৫১ : জেলা প্রশাসক ঈদগাহ, মসজিদ, কবরস্থান, শ্মশান, মন্দির ইত্যাদি ধর্মীয় স্থানের ভূমির কর মওকুফ করতে পারেন।

ধারা-১৫২ : সরকার প্রজাস্বত্ব আইন বাস্তবায়নের জন্য বিধিমালা প্রণয়ন করতে পারবেন।

১০.০ প্রজাস্বত্ব বিধিমালা- ১৯৫৫ :

১০.১ জমিদারী অধিগ্রহণ ও প্রজাস্বত্ব আইন ১৯৫০ এর যথাযথ প্রয়োগ এবং বাস্তবায়নের সুবিধার্থে প্রজাস্বত্ব বিধিমালা- ১৯৫৫ জারি করা হয়। এ বিধিমালার অত্যন্ত জরুরি বিধিগুলো নিম্নে বিবৃত করা হলো :

বিধি-২২ : রেকর্ড ব্যবস্থাপনা তহসীলদারের দায়িত্ব নিম্নরূপভাবে এ বিধিতে আলোচনা করা হয়েছেঃ

- (ক) ভূমি মালিকানায় কোনরূপ পরিবর্তন ঘটলে তহসীলদার রাজস্ব কর্মকর্তাকে দ্রুততার সাথে রিপোর্টের মাধ্যমে অবহিত করবেন।
- (খ) উত্তরাধিকার ও অন্যান্য ক্ষেত্রে সকল উত্তরাধিকারীকে নাম ঠিকানা ও তাঁদের হিস্যা জমির বিবরণসহ রিপোর্ট প্রেরণ করতে হবে।
- (গ) সিকস্তি ও পয়স্তি জমির পূর্ণ বিবরণসহ রিপোর্ট প্রেরণ।
- (ঘ) জরিপ বিভাগ কর্তৃক প্রস্তুতকৃত সংশোধনী জরিপে ছোট খাট মুদ্রণ ভুল ইত্যাদি মৌজা-ওয়ারীভাবে উল্লেখ করে রিপোর্ট দিতে হবে।

বিধি-২৩ : রাজস্ব কর্মকর্তার উপরে অর্পিত ক্ষমতা ও দায়িত্বের কথা এ বিধিতে বর্ণনা করা হয়েছে। এ বিধি মোতাবেক ক্ষমতা প্রাপ্ত রাজস্ব কর্মকর্তা নিম্নবর্ণিত ক্ষেত্রে রেকর্ড সংশোধন করবেন :

- (ক) তহসীলদারের রিপোর্টের মাধ্যমে মৃত মালিকের স্থলে উত্তরাধিকারীদের নাম রেকর্ডভুক্ত করবেন। তিনি উত্তরাধিকারীদের আবেদনের প্রেক্ষিতেও তাঁদের নাম তালিকাভুক্ত করতে পারেন।
- (খ) প্রজাস্বত্ব আইনের ৮৯ ধারা মোতাবেক জমির হস্তান্তরের নোটিশ প্রাপ্ত হলে নতুন মালিকের নাম রেকর্ডভুক্ত করবেন।
- (গ) প্রজাস্বত্ব আইনের ৮৬ ধারা মোতাবেক কর হাস, অথবা জমির মালিক কর্তৃক পরিত্যক্ত হলে অথবা অধিগ্রহণ হলে রেকর্ড সংশোধন করবেন।
- (ঙ) খাস জমি স্থায়ী বন্দোবস্ত দেয়া হলে নতুন প্রজার নামে রেকর্ড জারি করবেন।
- (চ) বর্তমানে এ বিধিটি কার্যকর নাই।
- (ছ) প্রজাস্বত্ব আইনের ৯৬ (৭) ধারার বিধান মোতাবেক কোর্টের আদেশ প্রাপ্ত হলে রেকর্ড সংশোধন করবেন।
- (জ) প্রজাস্বত্ব আইনের ১১৬ ধারায় জমা একত্রিকরণ এবং ১১৭ ধারা জমা ঋরিজ মোতাবেক রেকর্ড সংশোধন করবেন।
- (ঝ) এই আইনটি বর্তমানে চালু নাই।
- (ঞ) অন্যকোন কারণে রেকর্ড সংশোধন করার আবশ্যিক হলে রেকর্ড সংশোধন করবেন।

বিধি ০২৪ : রেকর্ড হালনাগাদকরণ ও রক্ষণাবেক্ষণের কাজে নিয়োজিত কর্মকর্তার দায়িত্ব সম্পর্কে এ বিধিতে বিস্তারিতভাবে উল্লেখ করা হয়েছে।

বিধি-২৬ : ভূমি জরিপের মাধ্যমে রেকর্ড প্রস্তুতের সময় নিম্নবর্ণিত বিষয়াবলী রেকর্ডে লিপিবদ্ধ করতে হবে:

- ক) প্রত্যেক মালিকের নাম, পিতার নাম, ঠিকানা

- খ) বর্তমানে প্রযোজ্য নয়,
- গ) জমির শ্রেণী, পরিমাণ এবং দখলকারের বিবরণ,
- ঘ) ঘ, ঙ, চ, ছ, জ, ঝ, এই বিধিগুলো বর্তমানে প্রযোজ্য নয়,
- ঙ) প্রজাসত্ত্বে কোন বিশেষত্ব থাকলে,
- চ) সাধারণ ব্যবহার্য অধিকার থাকলে।

বিধি-২৭ : জরিপ কাজের স্তর নিম্নরূপ হবে :

- ক) টাভার্স সার্ভে,
- খ) ক্যাডাষ্টাল সার্ভে,
- গ) সীমানা চিহ্ন নির্মাণ/স্থাপন,
- ঘ) খানাপুরি,
- ঙ) বুঝারত,
- চ) তসদিক,
- ছ) খসড়া রেকর্ড প্রকাশনা,
- জ) আপত্তি নিষ্পত্তি,
- ঝ) আপীল কেস নিষ্পত্তি,
- ঞ) চূড়ান্ত রেকর্ড প্রস্তুত এবং চূড়ান্ত রেকর্ড প্রকাশনা।

বিধি ২৮ থেকে শুরু করে বিধি ৩৫ পর্যন্ত জরিপ কাজের বিভিন্ন স্তর সম্বন্ধে বিস্তারিত ব্যাখ্যা দেয়া হয়েছে।

১১.০ ভূমি ব্যবস্থাপনা ম্যানুয়েল ১৯৯০:

১১.১ বাংলাদেশে প্রচলিত ভূমি ব্যবস্থাপনা সংক্রান্ত যতগুলো আইন আছে, তার মধ্যে এ ম্যানুয়েলটি সর্বশ্রেষ্ঠ এবং সর্বশেষ হিসেবে বিবেচিত। ১৯৫৮ সনে প্রণীত জি, ই, ম্যানুয়েল (গভর্নমেন্ট স্টেট ম্যানুয়েল) ১৯৯০ সনে ভূমি ব্যবস্থাপনা ম্যানুয়েল প্রণীত হওয়ার পূর্ব পর্যন্ত কার্যকর ছিল। যদিও ১৯৭৬ সনে ভূমি উন্নয়ন কর অধ্যাদেশ, ১৯৮৪ সনে ভূমি সংস্কার অধ্যাদেশ এবং ১৯৮৯ সনে ঋণ সালিশি বোর্ড গঠনের মাধ্যমে ভূমি ব্যবস্থাপনায় ব্যাপক পরিবর্তনের প্রচেষ্টা করা হয়। কিন্তু এসব আইন/অধ্যাদেশ জারি করে যুগের চাহিদা মেটানো সম্ভব হয়নি বলে পরিবর্তিত অবস্থায় ভূমিস্বত্ব ও ভূমি সংস্কারের ক্ষেত্রে প্রণীত আইন ও সরকারের জারিকৃত নীতিমালা/নির্বাহী আদেশের আলোকে ১৯৫৮ সনে প্রণীত জি, ই, ম্যানুয়েলটি অনেকটা পুনঃ লিখন করে এ ম্যানুয়েল প্রণয়ন করা হয়েছে বলে ম্যানুয়েলের মুখবন্ধে উল্লেখ করা হয়েছে। এ ম্যানুয়েল মোট ২১টি পরিচ্ছেদ এবং ৪৭৪টি বিধি নিয়ে গঠিত।

১১.২ প্রথম পরিচ্ছেদটি প্রারম্ভিক পরিচ্ছেদ হিসেবে বিবেচিত। দ্বিতীয় পরিচ্ছেদে সংগঠন, জাতীয় ভূমি সংস্কার বোর্ড, ভূমি আপীল বোর্ড, কালেক্টর, অতিরিক্ত কালেক্টর, সহকারী কমিশনার ভূমি, ইউনিয়ন ভূমি অফিসকে সংজ্ঞায়িত করা হয়েছে।

১১.৩ তৃতীয় পরিচ্ছেদে ভূমি উন্নয়ন কর, কৃষি জমির ভূমি উন্নয়ন করের হার (সিলিং), অকৃষি জমির উন্নয়ন কর, স্ল্যাব বা ধাপ প্রয়োগ, জমির শ্রেণী নির্ধারণ, পরিবার ভিত্তিক জমির পরিমাণ ও খতিয়ান বের করে কর নির্ধারণ পদ্ধতি অনুযায়ী থানা-ওয়ারী তালিকা প্রণয়ন করে মন্ত্রণালয়ে চূড়ান্ত কর তালিকা প্রেরণ ইত্যাদি বিষয়ে বর্ণনা করা হয়েছে।

১১.৪ চতুর্থ পরিচ্ছেদে খাস জমির বন্দোবস্ত প্রদানের লক্ষ্যে ভূমি সম্পদ ও খাস জমি বন্টন, খাস জমির সংজ্ঞা ও উৎস অনুযায়ী খাস জমি চিহ্নিত করণ, কৃষি জমির তালিকা প্রকাশ, সরকারী দপ্তরের জমির তালিকা প্রণয়ন, আপত্তি ও আপীল নিষ্পত্তিকরণ সম্বন্ধে বর্ণনা করা হয়েছে। এ পরিচ্ছেদের ৫৩ নং বিধিতে দরখাস্ত আহবান, ৫৬নং বিধিতে অগ্রাধিকার তালিকা প্রণয়ন পদ্ধতি বর্ণিত হয়েছে। তাছাড়া ভূমিহীন বাছাই পদ্ধতি, বাতিলকৃত দরখাস্ত, ভূমি বন্টন সুপারিশ, স্বামী ও স্ত্রীর নামে যৌথ বন্দোবস্তী, সালামী, বন্দোবস্তী অনুমোদন, কবুলিয়ত, হস্তান্তর নিষিদ্ধকরণ, রেজিস্ট্রেশন, বন্দোবস্তী তালিকা প্রকাশ, বন্দোবস্তী বাতিল, খতিয়ান প্রণয়ন, বন্দোবস্তীর সর্বোচ্চ পরিমাণ নির্ধারণ, গোচারণ ভূমির শ্রেণী পরিবর্তন নিষিদ্ধকরণ সম্বন্ধে এ পরিচ্ছেদে আলোচনা করা হয়েছে।

১১.৫ পঞ্চম পরিচ্ছেদে সিকস্তি এবং পয়স্তি আইনের কার্যকারিতা, চরের জমির মালিকানা, চরের জমি বেদখল মুক্ত রাখা, নতুন চর জরিপ, পর্চা ম্যাপের ভিত্তিতে বন্দোবস্ত নিষিদ্ধ করা, রেকর্ড প্রকাশনা দ্রুত চূড়ান্তকরণ, একসালা বন্দোবস্তী, জমির তালিকা প্রণয়ন, দরখাস্ত আহবান, দরখাস্তাকরীর জমির ভিত্তিতে বাছাই, একসালা বন্দোবস্ত অনুমোদন, ইজারা মূল্য ও সময়, আপীল প্রতিবেদন দাখিল, জমি বন্দোবস্তীর দলিল ব্যতীত কোন মালিকানা সৃষ্টি না হওয়া, একসালা বন্দোবস্তীর ব্যাখ্যা, জমির জবর দখল, সাবেক মালিকের অগ্রাধিকার, রাস্তা ইত্যাদির জন্য জমি সংরক্ষণ, চর জমিতে মালিকানা, দখল ইত্যাদি বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে।

১১.৬ অকৃষি খাস জমি বন্দোবস্ত ও গুচ্ছ গ্রাম সৃজন বিষয়ক আলোচনা ষষ্ঠ পরিচ্ছেদে বিবৃত হয়েছে। এতে পৌর এলাকার জমির শ্রেণী, অকৃষি জমি বন্দোবস্তের লক্ষ্য, স্বল্প মেয়াদী লীজ, দীর্ঘ মেয়াদী লীজ, সাব-লীজ নিষিদ্ধকরণ, সালামীর পরিমাণ নির্ধারণ, স্বল্প মেয়াদী লীজের বিধি নিষেধ, সরকারী অনুমোদন, উন্নত আবাসিক এলাকা, খাসজমি হস্তান্তরের বিধি নিষেধ, হাসকৃত মূল্যে জমি হস্তান্তর নিষিদ্ধ, সরকারী এক বিভাগ থেকে অন্য বিভাগে জমি হস্তান্তর, ব্যক্তি বা স্থানীয় প্রতিষ্ঠানের লীজ প্রস্তাব, বাণিজ্যিক সংস্থার নিকট জমি হস্তান্তর, দখল প্রদান, পুনঃগ্রহণ ব্যয় আদায়, পৌর এলাকায় খাস জমির তালিকা প্রণয়ন, তালিকা প্রকাশনা, আপত্তি নিষ্পত্তি, বন্দোবস্ত, বন্দোবস্তী বাতিল, হোটেল/মোটেলের জন্য খাস জমি বন্দোবস্ত, চূড়ান্ত আদেশ, নদী

সিকস্তি জমির তালিকা প্রণয়ন ও খতিয়ান সংশোধন, বাস্তহারা পরিবারের জন্য খাস জমির চাহিদা, আবেদন পরীক্ষা, কবুলিয়াত, গুচ্ছগ্রাম সৃজনের জন্য খাস জমি, গুচ্ছগ্রাম সৃজন নীতি, গুচ্ছগ্রামের নামকরণ, আয়তন, গুচ্ছগ্রাম বাসীদের জীবিকা, পুকুর ও মৎস্য চাষ, হাঁস মুরগী পালন, ইত্যাদি বিষয়ে এ পরিচ্ছেদে আলোচনা করা হয়েছে।

১১.৭ সপ্তম পরিচ্ছেদে পিও নং-৯৮/৭২, এই আইনের উর্ধ্বসীমা, ব্যতিক্রম, হস্তান্তর বাতিল, জমির হিসাব দাখিল, সমর্পণের নির্দেশ, সমর্পণযোগ্য জমি নির্বাচন, ওয়াকফ/দেবোত্তর ক্ষেত্রে জমির পরিমাণ নির্ধারণ, সমর্পণযোগ্য জমি নির্বাচন, জমি সমর্পণ ও গ্রহণ, আপীল ক্ষতিপূরণ, ক্ষতিপূরণ নির্ধারণ পদ্ধতি, বাজেয়াপ্ত, ক্ষতিপূরণ বিষয়ে আপীল, মামলা বারিত, রাজস্ব অফিসারের ক্ষমতা, জমির দখল গ্রহণ, সীমাতিরিক্ত জমি উদ্ধার, ইত্যাদি বিষয়ে এ পরিচ্ছেদে আলোচনা করা হয়েছে।

১১.৮ অষ্টম পরিচ্ছেদে ভূমি সংস্কার অধ্যাদেশ, কৃষি জমির উর্ধ্বসীমা স্পষ্টকরণ, ব্যতিক্রম, কৃষি জমি হস্তান্তরের বিধি নিষেধ, বেনামী হস্তান্তর বেআইনী, বাস্তভিটা থেকে উচ্ছেদ নিষিদ্ধ, বাস্তভিটার জন্য খাস জমি, বর্গাদারের স্বীকৃতি, বর্গাদারের মৃত্যু, মালিক কর্তৃক স্বীয় চাষে আনয়ন, চাষ অব্যাহত রাখার আবেদন, স্বীয় চাষাবাদে আনয়নের আবেদন, বর্গাচুক্তি বাতিল, সাবেক বর্গাদারের পুনর্বহাল, বর্গা ফসলের ভাগ, ফসল গ্রহণের বা রশিদ প্রদানে অস্বীকৃতি, মালিকের অংশের ফসল বিক্রয়, ক্রয়ের প্রাধিকার, অন্যের নিকট বিক্রয়, বিক্রয়াদীন জমির উর্ধ্বসীমা, বর্গাচাষের জমির উর্ধ্বসীমা, বর্গাচাষের বিধি নিষেধ, মামলা নিষ্পত্তি, আপীল, আদালতের এজিয়ার বহির্ভূত, ক্ষতিপূরণের হার ইত্যাদি বিষয়ে এ পরিচ্ছেদে আলোচনা করা হয়েছে।

১১.৯ নবম পরিচ্ছেদে জলমহলের শ্রেণী বিভাগ, বদ্ধ জলমহল, উন্মুক্ত জলমহল, উপজেলা পরিষদের ব্যবস্থাপনায়, মৎস্য ও পশু পালন মন্ত্রণালয়ের ব্যবস্থাপনায় থাকা, পরীক্ষাধীন জলমহল, অনধিক তিন একরের জলমহল, প্রথানুযায়ী অধিকার সংক্রান্ত বিরোধ, লীজ নিষিদ্ধ, খতিয়ান ভুক্তি, পরীক্ষাধীন ব্যবস্থাপনা কমিটি, হস্তান্তর চুক্তি, রেকর্ড সংশোধন, লীজ/সালামী কর জমা প্রদান, ইজারার মেয়াদ, সীমিত নিলামের ক্ষেত্রে গ্রহণযোগ্য ডাক মূল্য, আলোচনার মাধ্যমে লীজ, উন্ময়ন প্রকল্পের জন্য লীজ, নিলাম ডাকের স্থান, নিলাম সময়সূচি, সময়সূচি প্রচার, আয়ের হিসাব প্রেরণ, নিলামের তারিখ পরিবর্তন, নিলাম ডাক গ্রহণ পদ্ধতি, ইজারা চুক্তি, পরবর্তী বৎসরের পরিশোধ সালামী, টাকা জমা দেওয়ার খাত, নিলাম অনুমোদন, কমিশনারের অনুমোদন, আপত্তি ও আপীল, জলমহলের মালিকানা ইত্যাদি বিষয়ে এ পরিচ্ছেদে আলোচনা করা হয়েছে।

১১.১০ দশম পরিচ্ছেদে হাটবাজারের মালিকানা এবং সম্প্রসারিত বাজার এলাকায় সরকারের মালিকানা, হাটবাজারের পেরীফেরী ও নকশা সংরক্ষণ, হাটবাজার ব্যবস্থাপনায় স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানের উপর ন্যস্ত, ইজারা পদ্ধতি, নতুন হাটবাজার প্রতিষ্ঠান বা পুরাতন বাজার বন্ধ করা, মুক্তিযোদ্ধা সংসদকে সমঝোতার মাধ্যমে ইজারা প্রদান, পাঁচ লক্ষ টাকার উর্ধ্বে মূল্যের হাটবাজার সমঝোতার মাধ্যমে ইজারা

নিষিদ্ধ, পাঁচ লক্ষ টাকার একটি হাট সংরক্ষণ ইত্যাদি বিষয়ে এ পরিচ্ছেদে আলোচনা করা হয়েছে।

১১.১১ একাদশ পরিচ্ছেদে ফেরীঘাট ব্যবস্থাপনা হস্তান্তর, ইউনিয়ন পরিষদ পরিচালনাধীন ফেরী, উপজেলা পরিষদের ব্যবস্থাপনাধীন ফেরী, জেলা প্রশাসকের ব্যবস্থাপনাধীন ফেরী ব্যবস্থাপনা পদ্ধতি, ডাক মূল্য, পাটনীর প্রাধিকার, পাটনীর ক্ষেত্রে ইজারা মূল্য, ইজারা মূল্য পরিশোধ, ঘাট সংরক্ষণ, ডাককারী অফিসার, ডাক কর্মসূচি, ডাকের তারিখ পরিবর্তন, ডাকমূল্য দ্বিগুণ হলে চুক্তিনামা, সাব-লেটিং নিষিদ্ধ, তেলার হার, অভিযোগ ও আপীল, আয় বন্টন, ইত্যাদি বিষয়ে এ পরিচ্ছেদে আলোচনা করা হয়েছে।

১১.১২ দ্বাদশ পরিচ্ছেদে রাজপথ আইন, লীজ, কাচারী প্রাপ্তন, পাথর ইত্যাদি অপসারণ, পাথর ইত্যাদি আহরণের নিয়মাবলী সম্বন্ধে আলোচনা করা হয়েছে।

১১.১৩ ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদে অর্পিত সম্পত্তির সংজ্ঞা ও প্রেক্ষাপট, অনাবাসিক সম্পত্তি দখল গ্রহণ পদ্ধতি, পুনঃবেদন, নিয়ন্ত্রণ ও ব্যবস্থাপনা, জেলা পর্যায়ে ব্যবস্থাপনা, লীজ প্রদান/বাতিল, হস্তান্তর/বিলি বন্দোবস্ত লীজস্বত্ব সৃষ্টি করে না, সম্পত্তিতে প্রবেশ, সম্পত্তির শ্রেণী বিভাগ, লীজ, অকৃষি জমি লীজ, লীজ বিধ্বস্ত বাড়ীঘর, পুকুর বাগান, অস্থাবর সম্পত্তি, নিলাম ডাক পরিচালনা ও অনুমোদন, আপীল, অর্পিত সম্পত্তির তালিকা, অবমুক্তি, হিসাব, লীজ গ্রহীতার সহিত পুনঃলিজ, দেবোত্তর সম্পত্তি স্থগিত, বাড়ীঘর মেরামত অংশীদারকে লীজ প্রদান, অর্পিত সম্পত্তি লীজের হার, অর্পিত সম্পত্তি ঘোষণা স্থগিত, ব্যবস্থাপনা অব্যাহত, অর্পিত সম্পত্তি রেকর্ডকরণ, তালিকাভুক্ত অর্পিত সম্পত্তির রেকর্ড, জরিপকালে অবমুক্তির আবেদন বিবেচনা, আম-মোক্তারনামা বলে অবমুক্তি, বাৎসরিক লীজ মালিকানার হার ইত্যাদি বিষয়ে এ পরিচ্ছেদে আলোচনা করা হয়েছে।

১১.১৪ চতুর্দশ পরিচ্ছেদে বিনিময় সম্পত্তির সংজ্ঞা, প্রকারভেদ, অর্পিত বিনিময় নিয়মিতকরণ, বাজেয়াপ্ত জমির বিনিময় নিয়মিতকরণ, নিরীক্ষা বিষয়বস্তু ও নিয়মিতকরণ সত্যায়ন, উচ্ছেদ নিষিদ্ধ, রিভিউ, ইত্যাদি বিষয় সম্বন্ধে আলোচনা করা হয়েছে।

১১.১৫ পঞ্চদশ পরিচ্ছেদে বিনিময় কেইস দূত নিষ্পত্তিকরণ, এস, এ খতিয়ান, খতিয়ান সংশোধন উত্তরাধিকারসূত্রে নামজারি, হস্তান্তর মূলে নামজারি, হস্তান্তর নোটিশ পাওয়া সত্ত্বেও নামজারি করার কারণ, হস্তান্তর নোটিশ প্রাপ্তির পর নামজারি কেইসে সতর্কতা, জরিপ চলাকালে নামজারি, সেটেলমেন্ট অফিসার কর্তৃক খতিয়ান সৃজন, আদালতের ডিক্রির ভিত্তিতে নামজারি, খাসজমির ক্ষেত্রে ডিক্রি লাভ ও নামজারির আবেদন, খাস জমিতে প্রজ্ঞাস্বত্ব, আদালতের ডিক্রির ভিত্তিতে নামজারি, খাসজমির জন্য কালেক্টরের অনুমোদন, সমবায় সমিতির জমির ক্ষেত্রে নামজারি, অকৃষকের নিকট কৃষি জমি হস্তান্তরের বিধি নিষেধ, সমবায় সমিতির নামজারির আবেদন পরীক্ষা, সমবায় সমিতির সদস্যগণের নামে নামজারি, জমা বিভক্তি,

রেজিস্টার সংশোধন, নথির শ্রেণী বিভাগ, নামজারি ইত্যাদি, বিষয়ে আলোচনা করা হয়েছে।

১১.১৬ ষোড়শ পরিচ্ছেদে নদীর তলদেশ ও মহীসোপান (ফোর শোর) এর ওপর নিয়ন্ত্রণ, তলদেশ, ফোরশোর, নদীর তীর, তীরবর্তী ভূমি মালিকের অধিকার, বালি বা নুড়ী পাথর অপসারণ নিষিদ্ধ, তলদেশ বা ফোরশোর নির্মাণের অনুমতি, লাইসেন্স ফিস ও ব্যবস্থাপনা, ফিসের হিসাব, সফররত অফিসারের দায়িত্ব, অনধিকার বা প্রতিবন্ধকতার জন্য কার্যক্রম পদ্ধতি, অধিগ্রহণ ভূমিতে সরকারের অধিকার, ইত্যাদি সম্বন্ধে আলোচনা করা হয়েছে।

১১.১৭ সপ্তদশ পরিচ্ছেদে রেজিস্টার ও রিটার্নসমূহ, অর্থাৎ রেজিস্টার-১, রেজিস্টার-২, রেজিস্টার-৩, রেজিস্টার-৪, রেজিস্টার-৫, রেজিস্টার-৬, রেজিস্টার-৭, রেজিস্টার-৮, পরিদর্শন, পরিদর্শনের উদ্দেশ্য ও পরবর্তী কার্যক্রম, সিক্স্টি ও পয়স্টি জমি পরিদর্শন, রেজিস্টার-৯, রেজিস্টার-১০, রেজিস্টার-১১, রেজিস্টার-১২, রেজিস্টার-১৩, রেজিস্টার-১৪, রেজিস্টার-১৭, রেজিস্টার-২৬, রেজিস্টার-৩২, রেজিস্টার-৭১, রেজিস্টার-৯৪, ১নং রিটার্ন, ২নং রিটার্ন, ৩নং রিটার্ন, সার্টিফিকেট দায়ের, মৌজার ম্যাপ সংরক্ষণ, ডেভাইক ম্যাপ, ৪ইঞ্চি ম্যাপ, সীমানা চিহ্ন পরিদর্শন, গার্ড ফাইল, গ্রাম তথ্য বই (Village Note Book), সার্টিফিকেট প্রক্রিয়া, ইত্যাদি বিষয়ে আলোচনা করা হয়েছে।

১১.১৮ অষ্টাদশ পরিচ্ছেদে থানা ও ইউনিয়ন ভূমি অফিসের কর্মচারীদের জামানতের বিষয় বর্ণিত হয়েছে।

১১.১৯ উনবিংশ পরিচ্ছেদে হিসেব সংক্রান্ত বিষয়ের উপরে সকল আদায়ের রশিদ প্রদান, পরিশোধ পদ্ধতি, রেজিস্টারে আদায় অন্তর্ভুক্তকরণ, রশিদ প্রদান সংক্রান্ত নোটিশ, মনি অর্ডার প্রাপ্য অর্থের রশিদ, বকেয়া দাবীর উপর সুদ নির্ণয়, সার্টিফিকেট সুদ মওকুফ, হিসাবের নির্ভুলতা, প্রত্যেক পরিশোধের জন্য পৃথক রশিদ, ট্রেজারীতে দাবি পরিশোধ ও পাশবই, সার্টিফিকেট অফিস কর্তৃক আদায়, সার্টিফিকেট দাবি, ইউনিয়ন ভূমি সহকারীর নিকট পরিশোধ, ভূমি সহকারী কর্তৃক আদায়কৃত অর্থ জমা প্রদান, ট্রেজারীতে জমা প্রদান ও পাশবই ভূমি সহকারী কর্তৃক নগদ প্রদান, সংস্থাপন ও আনুষংগিক খাতে ব্যয় বিল, রেজিস্টার নিরীক্ষা, কতিপয় ক্ষেত্রে বিকল্প রশিদ, মওকুফ বা আদায় স্থগিত, তসরুফের ক্ষেত্রে করণীয় কাজ, কর্মকর্তার দায়িত্ব, কমিশনারের বার্ষিক প্রতিবেদন ও বাজেট, অফিসারদের বেতন ও ভাতা, প্রতিষ্ঠানিক কাঠামো সংশোধনী প্রস্তাব, উন্নয়ন প্রকল্প, বাজেট প্রণয়ন, বাজেট বরাদ্দ বিতরণ, উপযোজন নিষিদ্ধ, পূর্তখাতের প্রশাসনিক অনুমোদন, উদ্ধৃত প্রতিবেদন, উদ্ধৃতির ব্যাখ্যা, অধিম উত্তোলন, উন্নয়ন কাজ বাজেটভুক্তির পর বিশেষজ্ঞের পরামর্শ, প্রশাসনিক অনুমোদন প্রদানের ক্ষমতা, কালেক্টর কর্তৃক পূর্ত কাজ সম্পাদন, স্থান নির্বাচন কমিটি, কৃষি উন্নয়ন প্রকল্প, কৃপ খনন, ইত্যাদি বিষয় সম্বন্ধে আলোচনা করা হয়েছে।

১১.২০ বিংশ পরিচ্ছেদে পরিদর্শন ও তদারকি, পরিদর্শনের প্রয়োজনীয়তা, নিয়মিত অফিস পরিদর্শন ও পর্যালোচনা, সহকারী কমিশনার (ভূমি) এর পরিদর্শন, রেভিনিউ

রেজিস্টার সংশোধন, নথির শ্রেণী বিভাগ, নামজারি ইত্যাদি, বিষয়ে আলোচনা করা হয়েছে।

১১.১৬ ষোড়শ পরিচ্ছেদে নদীর তলদেশ ও মহীসোপান (ফোর শোর) এর ওপর নিয়ন্ত্রণ, তলদেশ, ফোরশোর, নদীর তীর, তীরবর্তী ভূমি মালিকের অধিকার, বালি বা নুড়ী পাথর অপসারণ নিষিদ্ধ, তলদেশ বা ফোরশোর নির্মাণের অনুমতি, লাইসেন্স ফিস ও ব্যবস্থাপনা, ফিসের হিসাব, সফররত অফিসারের দায়িত্ব, অনধিকার বা প্রতিবন্ধকতার জন্য কার্যক্রম পদ্ধতি, অধিগ্রহণ ভূমিতে সরকারের অধিকার, ইত্যাদি সম্বন্ধে আলোচনা করা হয়েছে।

১১.১৭ সপ্তদশ পরিচ্ছেদে রেজিস্টার ও রিটার্নসমূহ, অর্থাৎ রেজিস্টার-২, রেজিস্টার-৩, রেজিস্টার-৪, রেজিস্টার-৫, রেজিস্টার-৬, রেজিস্টার-৭, রেজিস্টার-৮, পরিদর্শন, পরিদর্শনের উদ্দেশ্য ও পরবর্তী কার্যক্রম, সিকস্তী ও পয়স্তী জমি পরিদর্শন, রেজিস্টার-৯, রেজিস্টার-১০, রেজিস্টার-১১, রেজিস্টার-১২, রেজিস্টার-১৩, রেজিস্টার-১৪, রেজিস্টার-১৭, রেজিস্টার-২৬, রেজিস্টার-৩২, রেজিস্টার-৭১, রেজিস্টার-৯৪, ১নং রিটার্ন, ২নং রিটার্ন, ৩নং রিটার্ন, সার্টিফিকেট দায়ের, মৌজার ম্যাপ সংরক্ষণ, ভেভাইক ম্যাপ, ৪ইঞ্চি ম্যাপ, সীমানা চিহ্ন পরিদর্শন, গার্ড ফাইল, গ্রাম তথ্য বই (Village Note Book), সার্টিফিকেট প্রক্রিয়া, ইত্যাদি বিষয়ে আলোচনা করা হয়েছে।

১১.১৮ অষ্টাদশ পরিচ্ছেদে থানা ও ইউনিয়ন ভূমি অফিসের কর্মচারীদের জামানতের বিষয় বর্ণিত হয়েছে।

১১.১৯ উনবিংশ পরিচ্ছেদে হিসেব সংক্রান্ত বিষয়ের উপরে সকল আদায়ের রশিদ প্রদান, পরিশোধ পদ্ধতি, রেজিস্টারে আদায় অন্তর্ভুক্তকরণ, রশিদ প্রদান সংক্রান্ত নোটিশ, মনি অর্ডার প্রাপ্য অর্থের রশিদ, বকেয়া দাবীর উপর সুদ নির্ণয়, সার্টিফিকেট সুদ মওকুফ, হিসাবের নির্ভুলতা, প্রত্যেক পরিশোধের জন্য পৃথক রশিদ, ট্রেজারীতে দাবি পরিশোধ ও পাশবই, সার্টিফিকেট অফিস কর্তৃক আদায়, সার্টিফিকেট দাবি, ইউনিয়ন ভূমি সহকারীর নিকট পরিশোধ, ভূমি সহকারী কর্তৃক আদায়কৃত অর্থ জমা প্রদান, ট্রেজারীতে জমা প্রদান ও পাশবই ভূমি সহকারী কর্তৃক নগদ প্রদান, সংস্থাপন ও আনুষংগিক খাতে ব্যয় বিল, রেজিস্টার নিরীক্ষা, কতিপয় ক্ষেত্রে বিকল্প রশিদ, মওকুফ বা আদায় স্থগিত, তসরুফের ক্ষেত্রে করণীয় কাজ, কর্মকর্তার দায়িত্ব, কমিশনারের বার্ষিক প্রতিবেদন ও বাজেট, অফিসারদের বেতন ও ভাতা, প্রতিষ্ঠানিক কাঠামো সংশোধনী প্রস্তাব, উন্নয়ন প্রকল্প, বাজেট প্রণয়ন, বাজেট বরাদ্দ বিতরণ, উপযোজন নিষিদ্ধ, পূর্তখাতের প্রশাসনিক অনুমোদন, উদ্ধৃত প্রতিবেদন, উদ্ধৃতির ব্যাখ্যা, অগ্রিম উত্তোলন, উন্নয়ন কাজ বাজেটভুক্তির পর বিশেষজ্ঞের পরামর্শ, প্রশাসনিক অনুমোদন প্রদানের ক্ষমতা, কালেক্টর কর্তৃক পূর্ত কাজ সম্পাদন, স্থান নির্বাচন কমিটি, কৃষি উন্নয়ন প্রকল্প, কৃপ খনন, ইত্যাদি বিষয় সম্বন্ধে আলোচনা করা হয়েছে।

১১.২০ বিংশ পরিচ্ছেদে পরিদর্শন ও তদারকি, পরিদর্শনের প্রয়োজনীয়তা, নিয়মিত অফিস পরিদর্শন ও পর্যালোচনা, সহকারী কমিশনার (ভূমি) এর পরিদর্শন, রেভিনিউ

ডেপুটি কালেক্টরের পরিদর্শন, অতিরিক্ত জেলা প্রশাসকের (ভূমি সংস্কার) পরিদর্শন, পরিদর্শন নোট, আকস্মিক পরিদর্শন, বার্ষিক প্রতিবেদন, কর রশিদ বই তলব ইত্যাদি সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে।

১১.২১ একবিংশ পরিচ্ছেদে উপজেলা ভূমি অফিস, উপজেলা ভূমি অফিস পরিদর্শন প্রশাবলী, ইউনিয়ন ভূমি অফিসের গুরুত্ব, সার্টিফিকেট কেইস, কর আরোপ ও আদায় নামজারি, হাটবাজার, জরিপ, ইউনিয়ন ভূমি অফিস পরিদর্শন প্রশমালা, ইত্যাদি সম্বন্ধে আলোচনা করা হয়েছে।

১১.২২ উপর্যুক্ত মৌলিক আইনসমূহ ছাড়া এদেশের ভূমি ব্যবস্থাপনা কার্যক্রম সুসম্পন্ন করণের লক্ষ্যে নিম্নলিখিত কয়েকটি উল্লেখযোগ্য আইন সময়ের বিবর্তন ধারায় প্রণীত হয়েছেঃ

- ১। ১৮৫৯ সনের বেংগল ল্যান্ড এ্যাক্ট;
- ২। ১৮৭০ সনের কোর্ট ফি এ্যাক্ট;
- ৩। ১৮৭৫ সনের সার্ভে এ্যাক্ট;
- ৪। ১৮৮২ সনের সম্পত্তি হস্তান্তর আইন;
- ৫। ১৮৮৫ সনের বংগীয় প্রজাস্বত্ব আইন;
- ৬। ১৮৯৪ সনের ফেরী আইন;
- ৭। ১৮৯৭ সনের ভূমি অধিগ্রহণ এ্যাক্ট;
- ৮। ১৮৯৭ সনের জেনারেল ক্রজ্জেস এ্যাক্ট;
- ৯। ১৯৯০ সনের পি ডি আর এ্যাক্ট;
- ১০। ১৯৩৫ সনের সার্ভে এন্ড সেটেলমেন্ট এ্যাক্ট;
- ১১। ১৯৪৮ সনের সম্পত্তি জরুরী হুকুম দখল আইন;
- ১২। ১৯৫১ সনের অকৃষি প্রজাস্বত্ব আইন;
- ১৩। ১৯৬২ সনের ওয়াকফ আইন এবং ওয়াকফ অধ্যাদেশ;
- ১৪। ১৯৭২ সনের রাষ্ট্রপতির আদেশ নং ৯২/৭২, ৯৮/৭২;
- ১৫। ১৯৭৪ সনের অর্পিত অনিবাসী সম্পত্তি (প্রশাসন) আইন;
- ১৬। ১৯৭৬ সনের ভূমি উন্নয়ন কর অধ্যাদেশ;
- ১৭। ১৯৭৬ সনের ভূমি উন্নয়ন কর বিধিমালা;
- ১৮। ১৯৮২ সনের স্থাবর সম্পত্তি অধিগ্রহণ এবং ভূমি হুকুম দখল অধ্যাদেশ;
- ১৯। ১৯৮৪ সনের ভূমি সংস্কার অধ্যাদেশ;
- ২০। ১৯৮৪ সনের ভূমি সংস্কার বিধিমালা;
- ২১। ১৯৮৭ সনের ভূমি সংস্কার অধ্যাদেশ;
- ২২। ১৯৮৯ সনের ঋণসালিসী আইন;
- ২৩। ১৯৮৯ সনের বাংলাদেশ ঋণসালিসী বিধিমালা;
- ২৪। ১৯৮৯ সনের সম্পত্তি জরুরী অধিগ্রহণ আইন;
- ২৫। ১৯৮৯ সনের সম্পত্তি জরুরী অধিগ্রহণ বিধিমালা;
- ২৬। ১৯৮৯ সনের ভূমি সংস্কার বোর্ড অধ্যাদেশ;
- ২৭। ১৯৮৯ সনের ভূমি আপীল বোর্ড আইন;

- ২৮। ১৯৯১ সনের ভূমি উন্নয়ন কর মওকুফ অধ্যাদেশ;
২৯। ১৯৯৪ সনে সিকস্তি, পরস্তি আইনের সংশোধনের লক্ষ্যে প্রণীত আইন।

১২.০ উপসংহার

উপরের আলোচনায় সংক্ষেপে এদেশের ভূমি আইন সমূহের মধ্যে গুরুত্বপূর্ণ কয়েকটি আইনের মৌলিক দিকসমূহ তুলে ধরার চেষ্টা চালানো হয়েছে। দেশে যেকোন বিষয়ে বা পরিধিতে আইনের প্রণয়ন এত বেশী সংখ্যায় ও ব্যাপক কলেবরে হয়েছে যে, আইন প্রয়োগ বা বাস্তবায়নের কাজে নিয়োজিত বা সম্পৃক্ত ব্যক্তিবর্গকে শুধু বিভিন্নমুখী সমস্যার সম্মুখীন হতে হয় না, রসিক পাঠককূলকেও বেরসিক হয়ে পড়তে হয়। এক রসিক পাঠক তাই মন্তব্য করেই ফেলেছিলেন- “আকাশে আছে যত তারা এদেশে আইনগুলোর তারও বেশী ধারা”।

এজন্য তো আর হাত গুটিয়ে বসে থাকলে চলবেনা। সমাজের সচেতন নাগরিক হিসেবে, সর্বোপরি দায়িত্বশীল সুশীল সেবক হিসেবে আমাদেরকে ভূমি আইনগুলো ব্যাপকভাবে অধ্যয়ন করতে হবে। প্রয়োজনে যুগোপযোগী, সহজ ও কল্যাণমুখী আইন প্রণয়নের জন্য নিতে হবে উদ্যোগী ভূমিকা।

বিঃদ্রঃ প্রবন্ধটি বিপিএটিসি’র বুনিয়াদি প্রশিক্ষণ পাঠক্রমে বাংলাদেশ চর্চা মডিউলের পাঠ্যবিষয় হিসেবে ব্যবহৃত হতে পারে।

গ্রন্থপঞ্জি

- ১। উমর, বদরুদ্দিন, ১৯৭৪ চীরস্থায়ী বন্দোবস্তে বাংলাদেশের কৃষক, সুবর্ণ প্রকাশনা, ২৮ টিপু সুলতান রোড, ঢাকা-১, মডার্ন টাইপ ফাউন্ডার্স, প্রিন্টার্স এন্ড পাবলিশার্স লিঃ, ঢাকা-১,
- ২। মিয়া, আব্দুল কাদের, ১৯৮৯ ভূমি জরিপ ও ভূমি ব্যবস্থাপনা, ঢাকা-কাশবন মুদ্রায়ন,
- ৩। ইসলাম, সিরাজুল (সম্পাদিত), (১৯৯৩) বাংলাদেশের ইতিহাস (১৭৭৪-১৯৭১), অর্থনৈতিক ইতিহাস (দ্বিতীয় খন্ড) এশিয়াটিক সোসাইটি অব বাংলাদেশ - ঢাকাঃ এশিয়ান্টিক প্রেস, ১৯৯৩।
- ৪। মিয়া, আব্দুল কাদের, ম্যানুয়েল, ঢাকা-কাশবন মুদ্রায়ন,
- ৫। গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার, ১৯৮৩ ভূমি সংস্কার কমিটিটি প্রতিবেদন, ঢাকাঃ গভর্নমেন্ট প্রিন্টিং প্রেস।
- ৬। ভূমি প্রশাসন বোর্ড, ভূমি মন্ত্রণালয়, ১৯৮৭ ভূমি প্রশাসন ম্যানুয়াল ঢাকা, বাংলাদেশ সরকারী মুদ্রাণালয়, তেজগাঁও, ঢাকা-
- ৭। ভূমি মন্ত্রণালয়, ভূমি ব্যবস্থাপনা ম্যানুয়াল-১৯৯০, ভূমি প্রশাসন ম্যানুয়াল ঢাকা, বাংলাদেশ সরকারী মুদ্রণালয়, তেজগাঁও, ঢাকা-১৯৯০।
- ৮। মামুন, মুনতাসির (সম্পাদিত)ঃ চীরস্থায়ী বন্দোবস্ত ও বাঙ্গালী সমাজ।